দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ...23 JUL 1989...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

076

শিক্ষাঙ্গন

লাখাই উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা ক্ষেত্রে লাখাই উপজেলা একটি অনুন্নত এবং অবহেলিত উপজেলা। কলেজ তো দূরের কথা, এ উপজেলায় কোন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় নেই। নেই মেয়েদের জন্য পৃথক কোন বালিকা বিদ্যালয়। উপজেলায় কোন এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র না থাকায় উপজেলার সমস্ত পরীক্ষার্থীকে হবিগঞ্জ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হয়।

হবিগঞ্জ জেলা হওয়ায় এর কর্ম ব্যস্ততা বেড়েছে, লোকসংখ্যা বেড়েছে কিন্তু সে অনুপাতে হোটেল বাড়েনি। তাই, পরীক্ষার সময় হোটেলে সিট পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বিশেষ করে, সে সময় মেয়ে পরীক্ষার্থীদের নিয়ে অভিভাবকদের ভোগান্তির অন্ত থাকে না। একজন পরীক্ষার্থীনীকে নিয়ে আরও দু'জন থাকতে হয়। এ দুর্মূল্যের বাজারে দু'তিনজন নিয়ে শহরে থাকা কতো যে ব্যয়বহুল তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানেন। তাই দেখা যায়, গরীব বাবা তার মেয়ের পরীক্ষার জন্য হালের বদল পর্যন্ত বিক্রি করেছেন— এ নজীরও আছে। তাই, মেয়েকে অনেকেই স্কুলে পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করেন। অন্যান্য উপজেলার তুলনায় এ উপজেলায় শিক্ষিতের হার খুবই কম।

এ উপজেলার সদর কালাউতে একটি এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করলে এলাকার প্রতিটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী নিজ নিজ বাড়ী থেকেই পরীক্ষা দিতে পারবে। সরকার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উচ্চ বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের কাজ হাতে নিয়েছেন। সে হিসেবে এ উপজেলার সবচেয়ে প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "রাঢ়িশাল করাব" উচ্চ বিদ্যালয়টি সরকারী করা যেতে পারে। উপজেলার অন্যান্য স্কুলের তুলনায় এ স্কুলের পরীক্ষার ফলাফল খুবই সন্তোষজনক।

বর্ষাকালে এ উপজেলার গ্রামগুলোকে দ্বীপের মতো লাগে। নৌকা ছাড়া কোথাও যাওয়া যায় না। তাই, অনেক ছাত্র-ছাত্রীই বর্ষাকালে নৌকার অভাবে স্কুলে যেতে পারে না। তখন দু'তিন মাস তাদেরকে ঘরে বসেই কাটাতে হয়। উপজেলার প্রত্যেকটি উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি করে ছাত্রাবাস নির্মাণ করলে এ সমস্যার সমাধান হবে এবং উপজেলার শিক্ষার মান আরো বাড়বে। তাই, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত অসুবিধার কথা বিবেচনা করে আগামী বছর থেকে উপজেলায় এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন বলে আশা করি।

—মোঃ মুখলিছুর রহমান তালুকদার